NOV. 09 2002
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

প্রচলিত ছাত্র রাজনীতির সংস্কার অপরিহার্য

ছাত্র রাজনীতি কাদের জন্য? প্রচলিত ব্যবস্থায় ছাত্র রাজনীতির নামে যে রাজনীতি চলছে সেটি সাধারণ ছাত্রদের রাজনীতি নয়। ছাত্র রাজনীতিতে কাদের দাবি-দাওয়া থাকে? ছাত্র রাজনীতিতে ছাত্রদের দাবি-দাওয়া থাকার কথা। কিন্তু ছাত্রদের দাবি-দাওয়া কি আছে? না। এই ছাত্র রাজনীতিতে ছাত্রসমাজের কথাই নেই। দেশ ও সমাজের কথা তো আরও অনেক দূরের বিষয়। যা আছে তা হল– হল বা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠান করে মন্ত্রী, এমপিদের প্রধান অতিথি করে তাদের গুণগানের প্রশংসা করে ছাত্রনেতারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করা। অতএব, সাম্প্রতিক সময়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্ররাজনীতির নামে যা চলছে তাতে ছাত্রদের কথা তো নেই বরং ছাত্রনেতা নাম দিয়ে এবং ক্ষমতাসীন দলের লেজুড়বৃত্তি করে চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, সন্ত্রাসের লাইসেন্স প্রদানের ব্যবস্থা। আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ হওয়ার ব্যবস্থা, রাতারাতি ঢাকা শহরে বাড়ি-গাড়ি করার ব্যবস্থা। ছাত্র সংগঠনগুলো কীভাবে পরিচালিত হচ্ছে। বড় দুটি ছাত্র সংগঠনের মধ্যে একটির গঠনতন্ত্র নেই এবং অন্যটির গঠনতন্ত্র হচ্ছে রাজনৈতিক দলের নেত্রীর মৌখিক নির্দেশ। প্রতি বছর নির্বাচনের মাধ্যমে কমিটি গঠনের প্রস্তাব থাকলেও বাস্তবে এসব নিয়ম-নীতির কোন বালাই নেই। সম্প্রতি বেশ কয়েক বছর পর বড় দুটি ছাত্র সংগঠন করতে গিয়ে তাদের সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলকেও হিমশিম খেতে হচ্ছে।

আজকের ছাত্র রাজনীতিতে কোন আদর্শ নেই। এটি আদর্শহীন ছাত্র রাজনীতি; এটি জার্সি বদলের রাজনীতি। সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ক্যাম্পাসের ছাত্র রাজনীতিতে রাতারাতি পরিবর্তন এসেছে। ছাত্রলীগের দখলকৃত হলগুলো ছাত্রদল দখল করে নিয়েছে ঠিক। কিন্তু হলের ক্যাডারদের মাঝে কোন পরিবর্তন আসেনি। ছাত্রলীগের সময় হলে যারা ক্যাডার ছিল বর্তমানে ছাত্রদলের সময়ও তারা ক্যাডার আছে। বড়জোর কেউ কেউ হয়তো হল বা গ্রুপ পরিবর্তন করেছে। এই প্রচলিত ধারার ছাত্র রাজনীতিতে নেতৃত্বদানকারীদের তো ছাত্রনেতা বলা যায় না। তাই সাম্প্রতিক ছাত্র রাজনীতিকে কোন মানদণ্ডের ভিত্তিতেই ছাত্র রাজনীতি বলা যায় না। আজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সন্ত্রাসের রাজত্ব চলছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা ও শিক্ষা প্রশাসন এসব ছাত্রনেতার কাছে জিম্মি। তাই তাদেরকে তো ছাত্রনেতা বলা যায় না।

বর্তমান ছাত্র রাজনীতিতে নেতৃত্বদানকারীদের কাজের যোগ্যতা সম্পর্কে সবারই কম-বেশি জানা আছে। হলের ছাত্রনেতাদের প্রথম ও প্রধান কাজ হল হলের গেট পাহার [illegible]

ক্যান্টিনে সাধারণ ছাত্রদের টাকার ওপর দিয়ে ফাও খাবার গ্রহণ করা, বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার দোকানপাটগুলো থেকে নিয়মিত চাঁদা আদায় করা, ছিনতাই, অপহরণ প্রভৃতি। তাই বর্তমানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র রাজনীতি ন[illegible] যা চলছে তাকে কোন অবস্থাতেই ছাত্র রাজনীতি বলা যায় না। একজন স[illegible] ছাত্র হিসেবে বলব চলমান এই অবস্থাকে ছাত্র রাজনীতি বলে মেনে নিয়ে ছ[illegible] রাজনীতির ইতিহাসকে কলংকিত করতে চাই না।

এক সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের লোক জন আলাদা মর্যাদা দিত। [illegible] বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে পরিচয় দিতে মাথা নিচু হয়ে য[illegible] এটা শুধুমাত্র সাম্প্রতিক সময়ের ছাত্রনেতাদের কীর্তি কলাপের জন্য। এই নৈরাজ্যকর সন্ত্রাসের রাজনীতিকে ছাত্ররাজনীতি বলে স্বীকার করলে ছাত্ররাজনীতির '৪৮ এর প্রতিবাদ, '৫২ এর ভাষা আন্দোলন, '৬২ এর ছাত্র আন্দোলন, '৬৮ এর ছাত্রদের ১১ দফা, '৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানের ছাত্র নেতৃ[illegible] এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের ছাত্রদের অবদান ও ত্যাগের ইতিহাসের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করা হবে। পরবর্তী প্রজন্মের ছাত্র রাজনীতি সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হবে। [illegible] স্বাধীনতা পূর্ব ছাত্র রাজনীতি এবং বর্তমানে ছাত্র রাজনীতি দুটি পরস্পর বি[illegible] অবস্থা। স্বাধীনতাপূর্ব ছাত্র রাজনীতিতে সাধারণ ছাত্রদের অংশ গ্রহণ ছিল, ছাত্র নেতৃত্ব ছিল এবং ছাত্র সমাজের দাবি-দাওয়া ছিল এবং দেশ ও সমাজে[illegible] কথা ছিল। কিন্তু বর্তমানের ছাত্র রাজনীতিতে দেশ ও সমাজের কথা থাকা অনেক দূরের বিষয়, সেখানে ছাত্র সমাজের কথাই নেই। বরং আজকের ছাত্ররাজনীতি হচ্ছে সনির মতো হাজারও মেধাবী ছাত্রের মায়ের বুক ফাটা কারণ। এটি হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসা শত যুবতী ধর্ষণের কারণ। হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় বাঁধনের মতো শত যুবতীর সম্ভ্রমহানির কারণ জন্ম দিচ্ছে অপহরণকারী, চঁদাবাজ, সন্ত্রাসী। এটি হচ্ছে হলে অবস্থানকারী সাধারণ ছাত্রদের শারিরীক মানসিক নির্যাতনের কারণ এবং এটি হচ্ছে সে[illegible] জটের মাধ্যমে ছাত্র জীবনের মূল্যবান সময় নষ্টের কারণ। তাই এই প্রচলি[illegible] ব্যবস্থাকে ছাত্র রাজনীতি বলা যায় না। এদেশের ছাত্র সমাজ চায় না ছাত্র রাজনীতির নামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাসের রাজত্ব চলতে থাকুক। তাই চল[illegible] এই ছাত্র রাজনীতির অভিশাপ থেকে ছাত্র সমাজকে মুক্ত করতে হবে। এট[illegible] সাধারণ ছাত্র, অভিভাবক মহল এবং দেশ ও সমাজের প্রত্যাশা।

শাহানর আলম ছাত্র, নৃ-বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়